সংবাদ

তারিখ 05 MAR 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

মান নিয়ন্ত্রণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আমলাদের কারণে

রাকিব উদ্দিন

দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্রের কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে সরকারের সব উদ্যোগই ব্যর্থ হচ্ছে। দুর্নীতি-অনিয়ম, সনদ বাণিজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের বিরুদ্ধে সরকারের শাস্তি কেবল হুমকি ও আলটিমেটামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। সনদ বাণিজ্য বন্ধ, মালিকানা দ্বন্দ্ব নিরসন ও স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে গত প্রায় পাঁচ বছরে ৪/৫ বার সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি আবারও আলটিমেটাম দেয়া হয়েছে, যা ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ। কিন্তু এসবের কোনকিছুকে পরোয়া করছে না প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোক্তারা।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ কয়েকদিন আগে সংবাদকে বলেন, 'রাতারাতি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই মানসম্মত শিক্ষাকার্যক্রম সম্ভব নয়। আমরা চেষ্টা করছি আইনকানুন মানাতে। কিছু কিছু মালিকও চেষ্টা করছেন মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে। আমাদের সময় বেঁধে দেয়ার কারণেই কিছু প্রতিষ্ঠান স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করে . বাধাগ্রস্ত : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

বাধাগ্রস্ত : মাননিয়ন্ত্রণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে আগের তুলনায় অনিয়ম-দুর্নীতিও কমেছে।' বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' করা হলেও একটি প্রতিষ্ঠানকেও তা অনুসরণে বাধ্য করতে পারছে না শিক্ষা প্রশাসন। উল্টো মালিকদের ক্ষমতা ও টাকার প্রভাবে বারবার নতজানু ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে সরকার। এতে প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির মাত্রা বেড়েই চলেছে।

২০১২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান নির্ধারণ সংক্রান্ত 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অফ বাংলাদেশ (এসিপিইউবি)' বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হলেও মালিকদের স্বার্থ রক্ষায় এই কার্যক্রমও লাল ফিতায় বন্দী আছে। এছাড়াও আমলাদের গাফিলতি ও স্বার্থের জালে বন্দী আছে প্রস্তাবিত 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' বা হায়ার এডুকেশন কমিশন। ২০০৭ সালে এই কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়। দেশের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম তদারকির দায়িত্বপালনকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন'কে (ইউজিসি) আরও ক্ষমতাশালী ও কার্যকর করে নতুন নামে নামকরণ করার কথা।

কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমলারা মনে করছেন, ইউজিসিকে বেশি ক্ষমতা দেয়া হলে সংস্থাটির ওপর মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্ব কমে যাবে। তাই ইউজিসির স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে না। সংস্থাটি দুর্নীতিগ্রস্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একা শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারছে না।

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ইবাইস ইউনিভার্সিটি, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, নর্দাম ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস অফ বাংলাদেশ, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটিসহ প্রায় অর্ধশত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমের নামে চলছে চরম নৈরাজ্য, অব্যবস্থাপনা ও সনদ বাণিজ্য। শিক্ষা প্রশাসনের অনেক আমলা, ব্যক্তি ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা এসব প্রতিষ্ঠান থেকে নানাভাবে সুবিধা নিয়ে থাকে বলে অভিযোগ আছে। ফলে সরকারও এসব প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে বারবার নমনীয় মনোভাব দেখিয়ে আসছে।

বিগত মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ৫৪টি। এসব প্রতিষ্ঠানকেই 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' অনুসরণে বাধ্য করতে পারেনি শিক্ষা প্রশাসন। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেও ওই আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি মন্ত্রণালয়। উল্টো মহাজোট সরকারের আমলে রাজনৈতিক বিবেচনায় নতুন আরও ২৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়। বর্তমানে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ালো ৭৯টি। দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯২ সালে।

বর্তমান অবস্থা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, ৭৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কমপক্ষে ৭০টিই চলছে ভাড়া বাড়িতে কিংবা সীমিত অবকাঠামোতে। বাকি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ক্যাম্পাস, স্থাপনা থাকলেও তা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী যথেষ্ট নয়। এজন্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে মাত্র দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী সনদ পেয়েছে। স্থায়ী সনদ পাওয়া প্রতিষ্ঠান হলো আহছানিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

নতুন পুরনো মিলিয়ে বর্তমানে উপাচার্য ছাড়াই চলছে ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়। কোষাধ্যক্ষ ছাড়া চলছে ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয়। মালিকানা দ্বন্দ্ব চলছে ৬/৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন করে সদস্য বা প্রতিনিধি থাকলেও তাদের বেশিরভাগই কেবল দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ আছেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যবস্থাপনার লাগাম টানতে ব্যর্থ হলেও দেশে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন দিতে উঠেপড়ে লেগেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির একটি চক্র। এজন্য 'বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা' চূড়ান্তও করে রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই বিধিমালা কার্যকর হলে সনদ বাণিজ্য, আদম পাচারসহ বেপরোয়া শিক্ষা বাণিজ্যের সুযোগ পাবে কিছু নামধারী বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের শিক্ষা ব্যবসায়ীরা।

জানা গেছে, ২০০৭ সালে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী ৫৬টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। এরপরও এসব প্রতিষ্ঠান নানা কৌশলে উচ্চতর ডিগ্রির সনদ বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে এসব প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা আরও বেড়েছে। দেশের কিছু শিক্ষা ব্যবসায়ী এগুলোর হর্তাকর্তা। তাদের তদবির ও চাপের কারণেই বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।